প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা হিসেবে পরিচিত দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি নামক ছোট শহরে আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি। এই শহরে বড় হওয়ার কারণে বাল্যকাল থেকেই আমার শিক্ষা অর্জন এখানকারই একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে হয়েছে। সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে ছোটবেলা থেকেই ছোটগল্প-উপন্যাস পাঠ এবং ছবি আঁকার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার জন্য এবং বিশেষত বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার কারণেই আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের পর বাংলায় সাম্মানিক নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রমে ভর্তি হই। এরপর আমি স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশোনার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যায় -এর বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। এখানকার প্রথিতযশা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যের কারণে আমি সম্মানের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সমাপ্ত করেছি।

এই স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশোনার সময় থেকেই আমি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি। আমার পূজনীয়া শিক্ষিকা অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরাকে এ বিষয়ে কাজ করবার কথা জানাই। স্মৃতির পাতায় চোখ রাখলে অনেক জলছবি চোখের আয়নায় ধরা পড়ে যায়। এই সময়ই আমি তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্র দর্শন, রবীন্দ্র সাহিত্য, 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ, 'বলাকা'-র গতিরাগের তত্ত্ব, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নিবিড় ভাবে পাঠ করেছিলাম। তিনি সেইসময় আমাকে প্রথমে সমগ্র আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে পুনরায় বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুপুঙ্খভাবে পাঠের পরামর্শ দেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলে আমি ছোটগল্প চর্চা করে গবেষণা করব বলে মনস্থির করি। তবে তখনও পর্যন্ত গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কিছুই ঠিকমতো জেনে উঠতে পারিনি। বিশেষত, গবেষণা করতে গেলে কীভাবে পড়াশোনা করতে হয়, কীভাবে লিখনশৈলীর মধ্যে গভীরতা ও বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব আনতে হয়, তা কিছুই ঠিক মতন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু পরবর্তীকালে অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া আমার দিশাহীন ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে প্রকৃত পথ দেখান। গবেষণা কর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিশালতা, গল্পগুলির প্রাচুর্য দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া আমার গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছতা প্রদান করেন এবং প্রকৃত জ্ঞানে আলোক প্রাপ্ত করেন। শুধু তাই নয়, গবেষণাকর্মে আমায় বিভিন্ন প্রকারের উৎসাহ ও প্রশ্নমনস্কতাকে বাড়িয়ে দিতে নানা রকম বইয়ের আকরগ্রন্থ চর্চার জন্য লাইব্রেরীতে কাজ করবার পরামর্শ দেন। তাঁর কাছ থেকে এভাবে প্রভূত উৎসাহ পেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ওয়ার্কে ভর্তি হই এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিশেষ সাহচর্যে, প্রতিনিয়ত ক্লাসে উপস্থিত থেকে গবেষণা সংক্রান্ত একটি সম্যক ধারণা লাভ করি।

প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা শুধু আমার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র নন, তিনি আমার উচ্চতর শিক্ষার পথ প্রদর্শকও। প্রকৃত অর্থেই আমি তাঁর সংস্পর্শ পেয়ে অনেক ধন্য। আমার জীবনে তাঁর মতো একজন অনুকরণযোগ্য অধ্যাপিকা ও সত্যিকারের ভালো মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে খুবই কৃতজ্ঞ। গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরীতে তাঁর সকল দিক থেকে সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা স্বল্পকথায় বলা

Scanned by CamScanner

সম্ভব নয়। গবেষণা কর্মের মাঝে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে তিনি যে সহৃদয়তা ও স্নেহশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন ও সর্বদা গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়ে আগ্রহ সহকারে খোঁজ নিয়েছেন, তা স্মৃতির রঙে রঞ্জিত হয়ে থাকল আজীবন। পড়াশোনা ও লিখনচর্চা ছোটবেলা থেকেই অভ্যস করলেও এই জ্ঞানচর্চা ও লিখনিচর্চার যে ধরণ, শৈলি তা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। জেনেছি, একটা বিষয়কে কতটা বহুকৌণিক দিক থেকে ভাবা যায়, লেখা যায়। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে প্রচুর সময় ও সঠিক সুপরামর্শ দিয়ে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, একমাত্র তাঁর জন্যই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ রূপ লাভ করতে পেরেছে। ম্যাডামকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়বার সময় থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকদের সুচিন্তিত মনন ঋদ্ধ দার্শনিক ভাবনা আমায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও শ্রদ্ধা।

আমার মা শ্রীমতি জ্যোৎস্না বর্মন এবং বাবা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন আমার শিক্ষানুরাগী মনোভাবকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতেন এবং যত্নশীল প্রতিক্রিয়ায় আমাকে ঋদ্ধ করতেন। আমার ছোটভাই শ্রী রাজদেব বর্মন আমাকে লাইব্রেরীর কাজকর্ম করবার জন্য উপযুক্ত ভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার প্রতিও রইল আমার অন্তরিক ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব। বাড়ির সকলের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার গবেষণার কাজে আরও অনেকের কাছ থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক রবিন পাল মহাশয়, ড. প্রতাপ কুমার সেন, অধ্যাপক বিকাশ পাল মহাশয় আমার গবেষণার কর্মটিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আমার শ্রদ্ধাবনত প্রণাম। গবেষণা সংক্রান্ত টাইপের কাজ তথা মুদ্রণ যন্ত্রে ভীষণ ভাবে সহযোগিতা করেছে তনয়াদি এবং বাঁধাইয়ে সাহায্য করেছেন । ওদের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা কখনোই অস্বীকার করবার নয়। এজন্য ওদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিশেষে বলি, গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বিষয় অনুযায়ী, বিষয়ের বহুকৌণিক গভীরে গিয়ে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। তবে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সতর্কতা এবং সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

গোঁসাইপুর

গবেষক

হৈমন্তী বর্মন

(হৈমন্তী বর্মন)

Scanned by CamScanner